দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 6 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সম্পাদকীয়

মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত হইবে কিভাবে

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। গত রবিবার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতির আহ্বানটি তাৎপর্যপূর্ণ শুধু নহে, অত্যন্ত সময়োচিতও বটে। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও মান যে আশাব্যঞ্জক নহে, তাহা সুবিদিত। তবে সরকারি অর্থে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চিত্রও যে খুব একটা ভিন্ন নহে— তাহাও বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অতএব, রাষ্ট্রপতির এই আহ্বান যে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক মান লইয়া সচেতন মহলের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নূতন নহে। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলও যে এই ব্যাপারে সচেতন তাহার অন্যতম প্রমাণ হইল— তাহাদের পক্ষ হইতেও প্রায়শ উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের কথা বলা হয়। বিশ্বময় প্রতিযোগিতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান যে যথেষ্ট উন্নত করিতে হইবে তাহা লইয়া দ্বিমত নাই। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হইল, মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত হইবে কিভাবে?

একই দিনে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা। তাহাদের মতে, শিক্ষা পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসাবে দেখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সব চাইতে বড়ো চালিকাশক্তি হইল মানবসম্পদ উন্নয়ন। অথচ এই ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছাইয়া রহিয়াছি। পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষায় বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা কতটুকু নিজেদের তুলিয়া ধরিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে লেখা-পড়ার মানের উপর। অথচ সেই গোড়াতেই রহিয়া গিয়াছে গুরুতর গলদ। আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সুশাসনের অভাব অত্যন্ত প্রকট হইলেও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিই ইহার সব চাইতে বড়ো ভুক্তভোগী বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কারণ হিসাবে তাহারা বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইয়া এইসব স্কুলের পরিচালনা পরিষদে এমন সকল সদস্য স্থান করিয়া নেন যাহাদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিকের নীচে। বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত দক্ষতা ও সততার প্রশ্ন তো আছেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার পরিবেশ ও মানের ক্রম-নিম্নগামিতার জন্যও অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণকে দায়ী করিয়াছেন তাহারা। বিশেষজ্ঞদের এইসব অভিমতের সহিত সর্বাংশে দ্বিমত প্রকাশ করা কঠিন বৈকি। কারণ শিক্ষাঙ্গনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুক্তভোগী জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও খুব একটা ভিন্ন নহে।

উচ্চশিক্ষা শুধু নহে, সামগ্রিকভাবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করিতে হইলে শিক্ষাকে রাজনীতিকরণ তথা দলীয় রাজনীতির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন— এমন কথা বলা যতো সহজ তাহার বাস্তবায়ন মোটেও ততো সহজ নহে। এই বাস্তবতাকে যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি সকল দায় ঢালাওভাবে রাজনীতি বা রাজনীতিকদের উপর চাপাইয়া দেওয়াটাও সমীচীন কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সর্বাগ্রে আমাদের সামর্থ্য ও চাহিদার নিরিখে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল তথা উৎপাদনশীলতার বিষয়টিকে। সবাইকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই— ইহা সত্য। কিন্তু ইহার চাইতেও বড়ো কথা হইল, আদৌ তাহার প্রয়োজন আছে কিনা। অজস্র উচ্চশিক্ষিত বেকার তৈরি করা কখনও শিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না। সর্বোপরি, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন বা যে পূর্বশর্তগুলি পূরণ করিতে হয়— সকলের তাহা থাকে না। তবে তাহাদের জন্য বহু বিকল্প পথ খোলা আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হইল, কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহারা দ্রুত শ্রমবাজারে প্রবেশ করিতে পারে। এইখানেই বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী একটি শিক্ষা নীতি বা পরিকল্পনার প্রশ্নটি চলিয়া আসে। রাতারাতি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নহে। তবে লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো অস্বচ্ছতা বা বিভ্রান্তি না থাকিলে শিক্ষাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করা অবশ্যই সম্ভব।